ভোরের কাগজ

তারিখ .. AUG. 25 1999
পৃষ্ঠা 5 কলাম 2

29

সম্পাদকীয়

ভোরের কাগজ

ঢাকা বুধবার ১০ ভাদ্র ১৪০৬
২৫ আগস্ট ১৯৯৯

সফটওয়্যার ও স্বপ্ন

দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা তথা তথ্যপ্রযুক্তি বিকাশের পথে বিরাজমান বাধা অপসারণে প্রধান সহায়ক ভূমিকা পালনের দায়িত্ব সরকারের। তথ্যপ্রযুক্তি বিকাশের সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচনে নিবিড় প্রশিক্ষণ ও নিরলস অনুশীলনের বিকল্প নেই।

দেশে তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সীমিতভাবে হলেও খানিকটা অগ্রগতি যে হয়েছে, তাতে দ্বিমত প্রকাশের অবকাশ নেই। একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে উপনীত বাংলাদেশে এখন গড়ে উঠছে কম্পিউটার ব্যবহারকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের এক ক্রমবর্ধমান বলয়। কিন্তু আগামী দিনের আন্তর্জাতিক কর্মপ্রবাহের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে চাইলে এ ক্ষেত্রে যে উৎকর্ষ অর্জনের প্রয়োজন, আমরা সেখান থেকে এখনো অনেক পেছনে পড়ে আছি।

কম্পিউটার সটফওয়্যার রপ্তানি করে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করার স্বপ্ন আমরা দেখে আসছি কয়েক বছর হলো। কিন্তু সে স্বপ্ন স্বপ্নই হয়ে আছে এখনো। এর প্রধান কারণ দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রোগ্রামার ও বিশেষজ্ঞের অভাব। মূলত এই কারণেই বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ ঘটছে না এবং সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সফটওয়্যারের আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশ প্রবেশ করতে পারছে না।

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দক্ষমানব সম্পদের অভাব যে দেশে তথ্যপ্রযুক্তি বিকাশের পথে সবচেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধকতা, ভোরের কাগজ-বিআইএএসএল গোলটেবিল বৈঠকে সেই সত্যটিই সামনে উঠে এসেছে। গত শনিবার আগারগাঁওয়ের আইডিবি ভবন মিলনায়তনে আয়োজিত ওই বৈঠকে অবশ্য এই আশাবাদ প্রকাশ করা হয় যে, সদিচ্ছা ও যথাযথ উদ্যোগের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তির বিশাল সম্ভাবনাকে বাংলাদেশের পক্ষেও কাজে লাগানো সম্ভব। আলোচনা থেকে জানা গেছে, তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের জন্য সরকারিভাবে একটি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত প্রশংসনীয়।

তথ্যপ্রযুক্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বকে প্রশ্রয় না দিয়ে কার্যক্রম ত্বরান্বিত করাই হবে বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে মানবসম্পদের গুরুত্ব উপলব্ধি করা হলেও তাদের দক্ষতা অর্জনের প্রক্রিয়াটিই এখানে এখনো রয়ে গেছে অপরিকল্পিত ও বিশৃঙ্খল। এ ব্যাপারে কোনো সমন্বিত নীতিও নেই। তাই স্থানীয়ভাবে যোগ্য ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন সফটওয়্যার বিশেষজ্ঞ ও প্রোগ্রামার তৈরি করতে পারলে বাংলাদেশেও যে সফটওয়্যার শিল্প গড়ে উঠবে, এ সত্যটি কেবল উপলব্ধি করলেই চলবে না এ ব্যাপারে অবিলম্বে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করাটাই এখন সবচেয়ে জরুরি।

দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা তথা তথ্যপ্রযুক্তি বিকাশের পথে বিরাজমান বাধা অপসারণে প্রধান সহায়ক ভূমিকা পালনের দায়িত্ব সরকারের। তথ্যপ্রযুক্তি বিকাশের সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচনে নিবিড় প্রশিক্ষণ ও নিরলস অনুশীলনের বিকল্প নেই।